হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আনোয়ার পারভেজ বলেন

কেউ আমাকে যেন মরণোত্তর পুরস্কার না দেয়

বারডেম হাসপাতালের ১৩ তলার ১৩০৩ নম্বর কেবিনে ঢুকেই চোখে পড়ল বিছানায় শুয়ে আছেন আনোয়ার পারভেজ। চোখ ফেরালেন, কী যেন ভাবলেন। তারপর অভিমানের সুরেই বললেন,

'ভাই আমার খবর নিয়ে কী লাভ, গুনছি মৃত্যুর প্রহর। হয়তো আর বেশি দিন আপনাদের কষ্ট দেব না।' হঠাৎ করে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দিলে জরুরিভিত্তিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি তাকে বারডেমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু বিড়ম্বনায় পড়তে হয় 'এ নেগেটিভ' রক্ত খুঁজতে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত জোগাড় হয়েছে। তবে খুব শিগগিরই তার শরীরে একাধিক অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। এ জন্য ব্যাংককে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে পরিবার। কিন্তু সামর্থ্য তৈরি হয়নি এখনও। অনেক প্রতিশ্রুতিই ছিল। ফান্ডে জমা হয়েছে কিছু অর্থ। কিন্তু তা একেবারেই অপ্রতুল। তাহলে কীভাবে চলবে চিকিৎসা। জানতে চাই? আবারও তার কথায় অভিমান, 'আমি বেঁচে থেকেই বা কী। তাড়াতাড়ি চলে যাই। স্বাধীনতার গান, মুক্তিযুদ্ধের গান সুর করার প্রাপ্তি হিসেবে মরণোত্তর পুরস্কার পাব।'

জয় বাংলা জয়সহ অসংখ্য কালজয়ী গানের এই স্রষ্টাকে এখনো রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মানিত করতে পারিনি আমরা! এ ব্যর্থতা তো আমাদেরই। নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন নিজেই। 'অনেকেই ভাবে *জয় বাংলা* গানের সুর করেছি বলে আমি একটি বিশেষ দলের। এমন ভাবনা দুঃখজনক। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি শিল্পীর কোনো দল নেই, শিল্পী মানেই সর্বদলীয়।'

কথা বেশি বলতে গেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তবুও বলে যান। 'ভাই শুনেছিলাম এবারও একুশে পদকের মধ্যে আমি মনোনয়ন পেয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানি আমি শেষ পর্যন্ত পেলাম না। সামনে স্বাধীনতা পদক আসছে। হয়তো পাব না। তবু কষ্ট থাকবে না। আপনারা আমাকে ভালোবাসবেন। দোয়া করবেন। আমার একটাই অনুরোধ, মরে যাওয়ার পর কেউ আমাকে যেন মরণোত্তর পুরস্কার না দেয়।' অভিমানী কণ্ঠ যেন থেমে যেতে চায়। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজেন আনোয়ার পারভেজ। যেন কোথাও পালাতে চাইছেন। গত বছর *আনন্দ*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের কথা। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন হানাদার শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে। আর এখন পালাতে চান জীবন সংসার থেকে। স্বাধীনতার মাসে আনোয়ার পারভেজকে ঘিরে আছে যেন না পাওয়ার বেদনা। আমরা গুণী লোকের কদর দেই, তবে সেটা সময় চলে যাওয়ার পর।

আনন্দ পতিবেদক

MMRJALAL

http://www.prothom-alo.net/v1/2006-03-02/02cat22.html